২৩

# Kant

প্রশ্ন) কান্টের সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক বচনের পার্থক্য আলোচনা কর।

কর্নার (Kornar) এর মতে, কান্ট বাক্যের শ্রেণীবিভাগ করেননি, অবধারণের (Judgement) শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই অবধারণকে কান্ট দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, i) সংশ্লেষক ও ii) বিশ্লেষক।

**বিশ্লেষক বচন :-** বিশ্লেষক অবধারণ (Analytical Judgement) হল সেই অবধারণ যে অবধারণের উদ্দেশ্যপদকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয় পদটি পাওয়া যায়, কিংবা যে অবধারণের বিধেয়টি উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত ধারণাগত কোন কিছু যোগ করে না, কেবল বিশ্লেষণ করে মাত্র, তাকেই কান্ট বিশ্লেষক অবধারণ বলেছেন। এই ধরনের অবধারণের দ্বারা আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে নতুন কোন তথ্য সংযোজিত হয় না। যেমন — 'সকল কালো বিড়াল হয় কালো'- এটি একটি বিশ্লেষক অবধারণ, কেননা উক্ত অবধারণে উদ্দেশ্যপদ 'কালো বিড়াল'- এর মধ্যেই বিধেয়পদ 'কালো' নিহিত আছে। এখানে বিধেয়টি, উদ্দেশ্যের পুনরুক্তি মাত্র। এই জাতীয় অবধারণ করার সময় আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হয় না। এটি অভিজ্ঞতা পূর্ব এবং ব্যাঘাত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই জাতীয় অবধারণকে অস্বীকার করতে গেলে আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই নিজেদেরকে বিরোধিতা করতে হবে। উপরিউক্ত উদাহরণে আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রথম কালোটির, সাথে দ্বিতীয় কালোটিকে অভিন্ন করে দেখানো হয়েছে। এই ধরনের অবধারণগুলির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না, কারণ এইসব অবধারণ অস্বীকার করতে গেলে বিরোধবাধক নিয়মই (Law of contradiction) অস্বীকৃত হয়ে যায়।

**সংশ্লেষক বচন :-** সংশ্লেষক অবধারণ হল সেই অবধারণ যে অবধারণের উদ্দেশ্য পদকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয় পদটি পাওয়া যায় না বা বিধেয়টি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন নতুন তথ্য পরিবেশন করে, তাকে সংশ্লেষক অবধারণ বলে। যেমন - 'সকল জড় পদার্থ হয় ভারী'- এটি একটি সংশ্লেষক অবধারণ, কেননা এখানে উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয়টিকে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ উদ্দেশ্যপদ 'জড় পদার্থ' -এর ধারণার মধ্যে বিধেয় পদ 'ভারী'র ধারণা নিহিত নেই। এই ধরনের অবধারণের দ্বারা আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারের নতুন তথ্য সংযোজিত হয়। সংশ্লেষক অবধারণ হল সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অবধারণকে অস্বীকার করলে কোন স্ববিরোধিতা ঘটে না।

সংশ্লেষক অবধারণকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে- i) সংশ্লেষক অভিজ্ঞতা প্রসূত অবধারণ (Synthetic A part priori judgement) এবং ii) সংশ্লেষক অভিজ্ঞতা পূর্ব অবধারণ (Synthetic a priori judgement)

সংশ্লেষক অভিজ্ঞতা প্রসূত অবধারণ- উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভিত্তি হল অভিজ্ঞতা, যেমন- সকল জড় বস্তু হয় ভারী, অপরদিকে সংশ্লেষাত্মক [illegible] সংযো



Scanned by CamScanner

অবধারণে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভিত্তি অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না, এই জাতীয় অবধারণ হল অনিবার্য ও সার্বিক, যেমন – 'প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে'।

উক্ত দুই ধরনের অবধারণের আলোচনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখতে পারি–

**প্রথমত:**– বিশ্লেষক অবধারণ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সংশ্লেষক অবধারণ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

**দ্বিতীয়ত:**– বিশ্লেষক অবধারণ গঠনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রত্যয়টিকে অতিক্রম করে যাওয়ার দরকার নেই,

কিন্তু সংশ্লেষক অবধারণে বিধেয়টি উদ্দেশ্যের প্রত্যয়টিকে অতিক্রম করে যায়।

**তৃতীয়ত:**– বিশ্লেষক অবধারণে সত্যতার জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতার দরকার হয় না,

কিন্তু সংশ্লেষক অবধারণে সত্যতা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।

**চতুর্থত:**– বিশ্লেষক অবধারণকে অস্বীকার করলে স্ব-বিরোধিতা ঘটে।

কিন্তু সংশ্লেষক অবধারণ অস্বীকার করলে স্ববিরোধিতা দোষ ঘটে না,

**পঞ্চমত:**– বিশ্লেষক অবধারণের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল অনিবার্যতা এবং সার্বিকতা (Necessity and universality)।

অপরদিকে সংশ্লেষক অবধারণে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে না, তাই এই ধরনের অবধারণগুলি সত্য হতে পারে বা মিথ্যাও হতে পারে, তাই সংশ্লেষক অবধারণকে আপতিক অবধারণ ~~বলে~~ বলা হয়।

**ষষ্ঠত:**– বিশ্লেষক অবধারণের দ্বারা আমাদের নতুন কোন তথ্যলাভ হয় না,

কিন্তু সংশ্লেষক অবধারণের দ্বারা আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন তথ্য লাভ হয়।

**সপ্তমত:**– বিশ্লেষক অবধারণের উদাহরণ হল– 'সকল জড় বস্তু হয় বিস্তৃতি সম্পন্ন', / 'সকল কালো বিড়াল হয় কালো।'

অপরদিকে সংশ্লেষক অবধারণের উদাহরণ হল– 'সকল জড় বস্তু হয় ভারী', / 'সকল মানুষ হয় মরণশীল।'

—০—

Scanned by CamScanner